www.xtrapapers.com

IB DIPLOMA PROGRAMME
PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI
PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI

M06/2/ABBEN/SP1/BEN/TZ0/XX/T

22062217

BENGALI B – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI B – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ B – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Monday 15 May 2006 (morning)
Lundi 15 mai 2006 (matin)
Lunes 15 de mayo de 2006 (mañana)

1 h 30 m

TEXT BOOKLET – INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this booklet until instructed to do so.
- This booklet contains all of the texts required for Paper 1.
- Answer the questions in the Question and Answer Booklet provided.

LIVRET DE TEXTES – INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
- Ce livret contient tous les textes nécessaires à l’épreuve 1.
- Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

CUADERNO DE TEXTOS – INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.
- Este cuaderno contiene todos los textos para la Prueba 1.
- Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.

www.xtrapapers.com

উদ্ধৃতি ক:

গ্যাসে গাড়ী চালানোর প্রস্তাব

১　নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৮ই জুন– তেলের পরিবর্তে গ্যাসে গাড়ী চালানোর প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে কলকাতার যাত্রী পরিবহন সংগঠনগুলি।

২　বুধবার মহাকরণে এদিন পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে সংগঠনগুলির বৈঠকের পর মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, বাস, ট্যাক্সি, অটো রিকশাসহ বিভিন্ন পরিবহন সংগঠনকে এদিন বৈঠকে ডাকা হয়েছিল।

৩　এই বৈঠকে আলোচনার বিষয় ছিল 'গাড়ীর জ্বালানি পরিবর্তন'। পরিবহনমন্ত্রী বলেন, জ্বালানি তেলের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার করার প্রস্তাব প্রায় সমস্ত সংগঠনই মেনে নিয়েছে। এই বৈঠকের সময়ই তৃণমূল কংগ্রেস[১] প্রভাবিত একটি সংগঠন অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার দাবি করে। পরিবহন দপ্তর এদিন জ্বালানি ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়নি। এর ফলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত ট্যাক্সি ইউনিয়নের নেতারা ঐ বৈঠক ছেড়ে চলে যান।

৪　পরিবহনমন্ত্রী এদিন বলেন, কী ভাবে তেল থেকে গ্যাসে গাড়ীর জ্বালানি পরিবর্তন হবে তা নিয়ে আরও আলোচনা হবে। তবে কলকাতার পরিবেশ রক্ষার জন্য জ্বালানি তেলের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহারের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে রাজ্য সরকার।

[১] তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম রাজনৈতিক দল।

www.xtrapapers.com

উদ্ধৃতি খ:

চিঠিপত্র ঃ   সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ৭

শ্রমজীবী শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করি

দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ছোবল হতে নিষ্কৃতি অথবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকে। শিশুরা হচ্ছে আগামী দিনের কর্ণধার। ভাগ্যের পরিহাসে হয়ত তারা সমাজের আর দশজন শিশুর মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। মৌলিক মানবিক অধিকার যেন তাদের অভিশাপ। একটু স্নেহ-ভালবাসা তাদের যেন সোনার হরিণ। স্নেহ-ভালবাসার কোমল অনুভূতি যেন তারা দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছে। সমাজের বিত্তবান মহল যদি একটু সচেতন হন এবং এসব শ্রমজীবী পথশিশুর কথা ভাবেন এবং তাদের জন্য কাজ করেন তাহলে তারাও একদিন আদর্শ মানুষ হতে পারে। আর আদর্শ মানুষ হতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই আসুন সর্বমহলের প্রতি বিনীত আবেদন, একবারের জন্য হলেও এসব শ্রমজীবী শিশুর কথা ভাবি এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করি।

অনন্য রহমান (অনি)
মালিবাগ, ঢাকা

www.xtrapapers.com

উদ্ধৃতি গ:

আইটি দুনিয়ায় আমরা কোথায় ?

দেবদীপ পুরোহিত

১ ল্যাপটপ কাঁধে একদল ভারতীয় সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়ে ভারতের ভাবমূর্তির অনেক উপকার করেছেন। ভারত যে শুধু সাপ, জাদুকর আর দার্জিলিং চা–এর দেশ নয়, এই দেশেএকদল মেধাবী তরুণ–তরুণীও আছেন–উন্নত এবং উন্নতিশীল দুনিয়ায় এই উপলব্ধি ভারতকে আর্ন্তজাতিক মঞ্চে এক ধাক্কায় বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

২ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধারণা আর বাস্তবের মধ্যে অনেক ফারাক থাকে, কিন্তু আমাদের কাছে সুখবর যে, ভারতের ভাবমূর্তির এই উন্নতিকে সমর্থন করেছে ২০০৪–০৫ সালের ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের গ্লোবাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রির্পোট।

৩ ১০৪ টি দেশে তথ্যপ্রযুক্তির হালহকিকত্ নিয়ে করা এই সমীক্ষায় ভারত ৩৯– তম স্থান পেয়েছে, যা ২০০৩–০৪ সালের তুলনায় ছয় ধাপ উঁচুতে।..........বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের সবথেকে বড় প্রতিযোগী চিন এই পর্যায়সারণীতে ৪১–তম স্থানে রয়েছে।

৪ বিগত বছরের তুলনায় ক্রমের এই উন্নতি, অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের তুলনায় সম্মানোচিত স্থান এবং সর্বোপরি চিনের থেকে এগিয়ে থাকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি– এইসব মিলিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের সদ্যপ্রকাশিত এই সমীক্ষায় বেজায় খুশী তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সাথে জড়িত এদেশের কুশীলবরা।

৫ আবার সমালোচকরা বলছেন, এত ঢাকঢোল পিটিয়েও শেষ পর্যন্ত ৩৯–তম স্থান ! এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেখানে জাপান, হংকং, তাইওয়ান তরতর করে ওপরের দিকে উঠছে, সেখানে ভারতের এই অবস্থান নিয়ে মাতামাতি করা মূর্খামি, মনে করিয়ে দিয়েছেন অনেকেই।

৬ বিপরীত মেরুর এই দুটি যুক্তির কোনটিকেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ আমাদের চোখের সামনে ভাল এবং খারাপ দুই রকমেরই সঙ্কেত আছে।

৭ উইপ্রো–ইনফোসিসের মত কোম্পানির বিশ্বের বাজারে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব প্রমান করে যে, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ভারতীয় কোম্পানিরা আজ সমাদৃত। অন্যদিকে, দেশের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইড আজও প্রকট এবং তথ্যপ্রযুক্তির সুফল শুধু একশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভারতীয় আইটি প্রফেশনালরা যেমন একদিকে নামিদামি বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চপদে আসীন, তেমনই অন্যদিকে গ্রামেগঞ্জে আজও অশিক্ষার অভিশাপ ততটাই প্রকট।

www.xtrapapers.com

উদ্ধৃতি ঘ:

বাঘখেকো মানুষের থাবা সারিস্কায়

যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

মে ২০০৪–এর শুমারিতে[১] রাজস্থানে সারিস্কায় বাঘের সংখ্যা ছিল ১৬ কি ১৮ টা। সেপ্টেম্বর ২০০৪–এ দেরাদুনের ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার কয়েকজন ছাত্র জঙ্গলের পাঠ নিতে সারিস্কায় আসে। তারা গোটা অরণ্য চষে ফেলে, কিন্তু একটিও বাঘের দেখা পায় না। ক্রমশ ব্যাপারটা জানাজানি হয়। বিভিন্ন অ–সরকারি প্রতিষ্ঠান বিষয়টা নিয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং একই কথা বলে। ফলে প্রশাসনকে একটু নড়াচড়া শুরু করতে হয়। কারণ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘটনাটিকে বলে ফেলেছেন ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু হবার পর থেকে'বিগেস্ট ক্রাইসিস ইন ম্যানেজমেন্ট অফ আওয়ার ওয়াইল্ডলাইফ'। সিবিআই তদন্ত করতে নামে। প্রধানমন্ত্রীর তরফে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্যা মোকাবিলার জন্য কিছু নিদানও দেওয়া হয়। ....

ভারতে শেষ চিতা দেখা গেছে ১৯৪৮–এ। সিংহ টিমটিম করে বেঁচে আছে কেবল গির অরণ্যে। বাঘ যে এতদিনের তুলনায় ভাল রয়েছে তার একটা কারণ সম্ভবত ১৯৭২–এ চালু হওয়া বিশেষ সংরক্ষণ কর্মসূচী; 'ব্যাঘ্র প্রকল্প'। এর সঙ্গে যুক্ত হবে বিভিন্ন পরিবেশে বাঘের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। বৃষ্টিবন ও আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্য থেকে শুরু করে মরুপ্রায় অরণ্যঅঞ্চল অবধি তার বিস্তার। এমকি নোনামাটির ম্যানগ্রোভ অরণ্যেও। ....

ভারতের বাইরে বাঘের এক লোভনীয় বাজার রয়েছে। কেবল তার চামড়াই নয়, বাঘের নখ থেকে গোঁফের ডগা অবধি বিক্রি হওয়ার যোগ্য। চিন, তাইওয়ান সহ দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে মানুষ বিশ্বাস করে যৌন অক্ষমতা থেকে অনিদ্রারোগ কি ম্যালেরিয়া, সমস্ত কিছুর দাওয়াই রয়েছে বাঘের শরীরের এক একটা অংশে। লাসায় একটা আস্ত বাঘের চামড়া এনে দিতে পারে ১০০০০০ ডলার। চিনে এক কিলো বাঘের হাড় বিক্রি হয় ১৪০ থেকে ৩৭০ ডলারে। ....কাজেই একটা আর্ন্তজাতিক চোরাচালান চক্র এবং চোরাশিকারিদের নজর রয়েছে ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলের ওপর। তাদের লক্ষ্যে রয়েছে বাঘ ছাড়াও আরও অনেক জন্তু।........................ একটি হিসাবে বলছে ১৯৯৪ থেকে ২০০৩–এর মধ্যে ৬৪৮ টা বাঘ এবং ২৩৩৬ টা চিতাবাঘ নিহত হয়েছে তাদের হাতে। ভারতের আর এক বিখ্যাত অরণ্য বান্ধবগড়েও জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০০৪–এর ভেতরে ছটি প্রাণী নিহত হয়েছে বলে আশঙ্কা। একই রকমের দুর্ভাগ্য ঘটে চলেছে সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের পান্না অরণ্যেও।...

[১]সংখ্যা গণনা